স্বাধীনতার মা

কাইউম পারভেজ

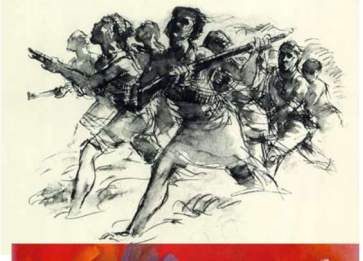

তারপরও যখন ছেলেটি ফিরলো না
তিনি কাঁদতে বসলেন। কেঁদে কেঁদে দরিয়া ভাসালেন।
ছেলে তো এলো না তাঁর!
বলছে সবাই ঘরে যেতে – দুনালা খেতে
তবু তিনি কান্নায় কান্নায় ওঠেন মেতে
খাওয়া তাঁর যায় নাতো উদরে।

চিৎকার করে বলেন – এমন কান্না কাঁদিতে পারিবি কেউ?
একচোখে ছেলে হারানো আর চোখে স্বাধীনতালাভের উচ্ছাস-
শোক আর জয়ের কান্না – কিনিতে পারিবি কেউ?
তিনি কাঁদেন - তিনি কেবলই কাঁদেন।

তিনি কাঁদছেন বায়ান্ন বছর।
একান্নটি গাছ লাগিয়েছেন একান্ন বছরে
ছাব্বিশে মার্চ পুকুরের চারি পাড়ে।
প্রতিটি গাছের আছে একেকটি নাম।
ছেলের নাম ছেলের মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুদের নাম
মুজিবের নাম নেতাদের নাম
আছে যত ডান বাম সবার নাম।
চরমপত্রের নাম।
সেক্টর কমান্ডারদের নাম।
নানান ফলের গাছ – ফুল ফোটে ফল ধরে
শুধু তাঁর পাখিদের জন্য।
ওই পাখিগুলোই চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করেছিলো
অস্থির ছুটেছিলো এদিক সেদিক
কেঁদেছিলো বুঝিবা তাঁর মুক্তিযোদ্ধা একমাত্র ছেলেকে যখন
পিশাচ রাজাকারেরা উন্মুক্তমাঠে জবাই করেছিলো – তখন।

পাখিরা এসে বসে ওই গাছে। একত্রে চেঁচিয়ে ওঠে।
ক্ষুধার্ত হলে ফলগুলো খায়। আবার চেঁচিয়ে ওঠে আরো।
পাখি ছাড়া ও ফল খাওয়ার সাহস নেই তো কারো।

আজ ওরা কোন ফল খায় না – চেঁচিয়ে ওঠে না আর।
শুভ্র কাফনে বায়ান্ন নম্বর গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই মা সবার।
যুদ্ধে একমাত্র ছেলে হারানো সেই মা।
আজ ছাব্বিশে মার্চ বায়ান্ন নম্বর গাছটি তিনি স্বয়ং।
গাছটির নামকরণ হলো চিরস্বাধীনতার মা এবং
একাত্তর থেকে বায়ান্নর মা।
স্বাধীনতার মা।